OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 476 - 484
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ : একটি আলোকিত উদ্ভাসন

ড. তুষার পটুয়া
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : patua.tushar@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Tarashankar, unique life consciousness, The struggle, the Dom community, lower castes, Birbhum, Bangladesh, folk culture, Kabigan of Bangladesh, Jhumur Gan, reflection, The Philosophical aspects.

Abstract

Tarasankar was quite different from ‘kallol’, ‘kali-kalom’ ‘Uttara’s new ways. He reached and left much of their own previous. So he enters the new model of mdern literature. Then we want to find out the perfect platform which is closely connected with the author. By virtue of being a person from a remote village in Birbhum, he met people from various social and social classes. With their eagerness to talk, he wanted to hear new words in literature. The novel 'Kabi' written about Nitai Kabial of the Dom community belonging to the Lokayat community of Bangladesh is written in this episode. When recalling this village-centric novel, the word 'poet' comes to mind. Hunger and thirst in real flesh-and-blood body are mingling with his desires. Life goes on in its own way. He started writing with strong self-confidence.

In fact, several characters and events of this novel are directly experienced by the author. In the words of the author, it is known that Raja, Basan, Thakurjhi and even Dwijapada of this novel have become Viprapada. So the discourse of the novel is overshadowed by many real life experiences. Not only in this novel but all his village-centered novels have emerged as a mirror of that direct experience. Tarshankar Bandyapadhyay in this novel did not use poetry only for entertainment; There is a particular tendency at work. These poems enrich the narrative of the novel. Songs became particularly significant in the construction of archetypes in the narrative. The song that comes to mind in the beginning is ‘Kabigan’. From the mid-eighteenth century to the mid-nineteenth century, all the entertaining lyrical literature prevalent in urban and rural Bangladesh is commonly known as Kabigan. On the one hand the super familiar character of reality took place, on the other a philosophical understanding through poetry and a search for the larger world through the spirit of music—this was the project presented by Tarashankar.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ভূমিকা : সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ হওয়ার সুবাদে রাঢ়ের বিভিন্ন অপরিত্যাজ্য ব্রাত্য ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সাক্ষাতের সুযোগ তৈরি হয়। জন্ম সূত্রেই এই পরিপূর্ণতার নির্মিত হয়েছিল। অপরিমার্জিত এই সম্প্রদায়ের কথা বলতে গিয়েই তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন অনাড়ম্বর ভাবে। অপরাজেয় কথাশিল্পী তারাশঙ্কর সৃষ্ট সাহিত্যের দিকে তাকালেই সহজে চিনে নেওয়া যায় কোন বিশেষ অঞ্চলের চিত্র সেখানে আছন্ন হয়ে আছে! সাহিত্যমন্দিরে যখন তিনি নানানভাবে প্রবেশের পথ অন্বেষণ করে চলেছেন ঠিক তখনই হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন এক সোনার কাঠি। অকস্মাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প (পোনাঘাট পেরিয়ে) ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি'র গল্প (জোহান-এর বিহা) পাঠে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানতে পারি এইভাবে —

> "ইচ্ছে হল এমনই গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা— তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হারছে।"[১]

বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি লিখতে শুরু করেন। প্রাথমিক ভাবে এই ধারায় রচিত হয় 'চৈতালী-ঘূর্ণি' (১৯৩১), 'রাইকমল' (১৯৩৪), 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'কবি' (১৯৪১), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি। বাংলাদেশের লোকায়ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ডোম সম্প্রদায়ের নিতাই কবিয়ালকে নিয়ে রচিত হয় 'কবি' উপন্যাস।

তারাশঙ্কর তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস লেখার পূর্বে গল্পাকারে সেই রচনার খসড়া নির্মাণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; শুরুর দিকে 'রাইকমল' ও 'মালাচন্দন' দুটি পৃথক গল্পের একত্র ও বর্দ্ধিত গ্রন্থরূপ 'রাইকমল' উপন্যাস। 'শ্মশানের পথে' গল্পটি পরে পূর্ণরূপ পেয়েছে 'চৈতালী-ঘুর্ণি' উপন্যাসে এবং 'কবি' উপন্যাসটি তাঁর 'কবি' নামক গল্পের পুনর্লিখিত ও বর্দ্ধিতরূপ। 'কবি'-র গল্পে, অর্থাৎ গল্পাকারে প্রকাশিত আখ্যানে বর্তমানের ঝুমুর দলের বা বসন্তের কোনো উল্লেখ ছিল না, পরে উপন্যাসাকারে সেই প্রসঙ্গটি সংযুক্ত হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের থেকে পাওয়া তথ্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তারাশঙ্কর এই ঝুমুর গানের নানান তথ্য জোগাড় করে ঝুমুর দলের আখ্যান রচনা করেছেন। সেখানে ঠাকুরঝির পরিণতি পৃথক, অর্থাৎ ঠাকুরঝি সেখানে রাজা তথা জামাইবাবুকে বিয়ে করেছে। উপন্যাসে ঠাকুরঝি উন্মাদিনী হয়ে মৃত্যু দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ঠাকুরঝি বসন্ত আর গান এই তিনের উপস্থিতিতে উপন্যাস হয়ে উঠেছে দ্বন্দ্বমুখর।

উপন্যাসের কাহিনি : আলোচনার শুরুতেই উপন্যাসের কাহিনিটি জেনে নিলে সুবিধে হয়। শুরুতেই আছে, নিতাই কবিয়ালের জন্ম যে বংশে সেই বংশটি হিন্দু সমাজের পতিত শ্রেণীর কুখ্যাত ডোম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও নিতাই কিন্তু তার কবিগানের জন্যে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল—সকলে বিস্মিত হয়, মনে করে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'। নিতাইয়ের বাবা ছিল সিঁধেল চোর, পিতামহ ছিলেন ঠ্যাঙাড়ে অর্থাৎ ঊর্দ্ধতন পুরুষের ইতিহাসে যেখানে এত রক্তাক্ত কাহিনি মিশে আছে সেখানে নিতাইয়ের মত মানুষের কবিগানে নিমগ্ন থাকাটা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। উপন্যাসে বলা হয়েছে,'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; দীর্ঘ সবল কঠিনপেশী দেহ...।' তবুও সে ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগপূর্বক কবিগানকেই বেছে নেয়।

এই অট্টহাস গ্রামের মাঘী পূর্ণিমায় দেবী চামুণ্ডার পূজা উপলক্ষ্যে যে মেলা হয় সেই মেলায় কবিগানের আসর বসার কথা ছিল। গায়ক ছিলেন দুই বিখ্যাত কবিয়াল নোটনদাস ও মহাদেব পাল। নোটনদাস শেষপর্যন্ত উপস্থিত না হওয়ায় কবিগান করার ভার পরে নিতাইয়ের উপর। সেই আসরেই ঠাকুরঝি (নিতাইয়ের বন্ধুস্থানীয় স্টেশনের পয়েন্টস্ম্যান রাজালালের বা রাজনের শ্যালিকা) নিতাইকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পেরে ভীষণভাবে গর্বিত বোধ করে। মানুষটিকে নাম বিকৃত করে লোকে ডাকতো তারা এখন নিতাইচরণ বলে। পালাশেষে 'নিতে'—'নেতা'—'নিতো'—'নেতাই'— থেকে একনিমেষে নিতাইচরণ হয়ে উঠেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিতাই স্টেশনের বন্ধু পয়েন্টস্‌ম্যান রাজার কাছে কুলিগিরি করে কিছু উপার্জন করে দিন চালায়, চুরি সে করে না, মিথ্যে কথা বলে না। স্টেশনে থাকলে বারোটার ট্রেন চলে গেলে নিতাই লাইনের ধারে কৃষ্ণচুড়া গাছটির ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুরঝির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগে কারণ দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গতিতে স্বর্ণবিন্দুর মতো বিশেষ ভঙ্গিতে প্রত্যহ এক পোয়া করে দুধের যোগান দিয়ে যায় সে। ঠাকুরঝি পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে। ধীরে ধীরে নিতাই বিখ্যাত হয়ে ওঠে তার আপনক্ষেত্রে। বিশেষ করে চণ্ডীমায়ের মেলাতে কবিগানের পালার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দুরলিপ্ত শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়ে নিতাই ফিরে আসে দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। মামার হাতে অপদস্ত হওয়ার পরও নিতাইয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার। একসময় সে ঠিক করে কুলিগিরি আর সে করবে না, তার পদমর্যদায় আঘাত লাগতে পারে। একদিন বিপ্রপদের কথায় মর্মাহত হয়ে মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে। দস্যু রত্নাকরের কাহিনি তার মনে আসে ভীষণভাবে। এই কাহিনি তাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। সে নিজেই দুইলাইন মুখে মুখে রচনা করে বন্ধু রাজনকে বলে –

"সংসারে যে সহ্য করে সেই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম্ম কোন ধর্ম্ম নয়।।"

নিজের জাতের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধির মর্ম বুঝবে না বলে নিতাই বিয়ে করেনি। রাজনের মুখে ঠাকুরঝির সম্পর্কে 'আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের ক'রে হাসছে দেখ! লজ্জা নাই তোর?' — এই বাক্য শুনে ঠাকুরঝি মনে মনে খুব কষ্ট পায়। নিতাই বিষয়টি খেয়াল করে। নিতাই মনে মনে চিন্তা করে এবং বন্ধুকে বলে এইভাবে কথা বলা ঠিক হল না। সে মনে করে, 'আলকাতরার মত রঙ' কথাটি বলা উচিত হয়নি। 'ছি, ওই কথাই কি বলে? কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তা ছাড়া কালো কি মন্দ! কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, চুল কালো — আহা-হা! আহা-হা! বড় সুন্দর বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে! হায়, হায়, হায়!'

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?" মহাদেব কবিয়ালের দোয়ারকি করার সুবাদে পাঁচদিন পর গান সেরে নিতাই ফিরলে তার সাজ বদলে যায়, তার পায়ে ক্যাম্বিশের একজোড়া নতুন জুতো, গায়ে ময়লা কাপড়-জামার উপর ধপধপে সাদা নতুন একখানা উড়ানি চাদর। চাদরখানা শিরোপা দিয়েছেন বাবুরা এই কথা বললেও প্রকৃত কথা গোপন করে। আসলে জুতো এবং চাদর উভয়ই নিতাই নিজের পয়সা খরচ করেই কিনেছে। এইখানে লুকিয়ে থাকে নিতাইয়ের লড়াই। চারপাশটা কেমন ফিকে মনে হয়; নিতাই যখন স্টেশনে নেমে দেখে তার জন্যে অবজ্ঞার নমুনা সর্বত্র ছড়ানো আছে। শুধু খাতির যেটুকু সে পায় তা ঠাকুরঝির কাছেই। সে ঠাকুরঝিকে কেমিকেলের সূতা-হার উপহার দিয়েছে। ঠাকুরঝিকে সে ভালোবাসতে শুরু করে এইভাবে ধীরে ধীরে।

নিতাই পরদিন রাজার কাছে কৌশলে ঠাকুরঝির স্বামীর বৃত্তান্ত জেনে নেয়। নিতাই সুবোধ মন সেই অপরাধপ্রবণতার দিক থেকে সরে আসে। ঠাকুরঝিকে এবার সে একটু পাশ কাটিয়ে চলার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে গ্রামে উপস্থিত হয় ঝুমুরদল ও তার মেয়েরা। সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে উদ্ভব যাদের তাদের সঙ্গে নিতাইয়ের ভাব জমল। বসন্ত নামের একজনকে নিতাই মন দিয়ে বসলো। পালাগানের মধ্যে দিয়েই তাদের সখ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঝুমুরদলের আসরে ঠাকুরঝিকে দেখে নিতাই গান ভুলে গেল। ঠাকুরঝিকে অবহেলা করলেও ঠাকুরঝি তাকে অবজ্ঞা করেনি। বসনের ঘরে তার পরিচর্যায় নিতাই যখন ছিল তখন জানালার বাইরে ঠাকুরঝিকে দেখে নিতাই স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকেই ঠাকুরঝির অস্বাভাবিক আচরণে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন বিরক্ত হয়ে ওঠে। রাজার মুখে এই কথা শুনেই অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। নিতাই বন্ধু রাজনের সামনে স্বীকার করে বসে। নিতাই সকলের কাছে ধরা পড়ে যায়। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে চায় এমন সময় বসনের দলের সেই বেহালাদার এসে উপস্থিত হয়। নিতাই চলে যাওয়ায় ঠিক বলে মনে করে। নিতাই চলে যায় ভিন্ন ঠিকানার খোঁজে।

আলিপুরের মেলায়, রাসপূর্ণিমায় আলিপুরের মেলা বেশ বিখ্যাত মেলা হয়। আলিপুর থেকে কান্দারা, কান্দারা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে আর কোনো ঠিক নেই। সেখানে গিয়ে উত্তেজনায় নিতাইয়ের মন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিপূর্ণ — সে আজ সত্যি কবিয়াল হিসেবে আসরে নামবে আর বসন নাচবে। পাশে বসে নিতাই বসনকে যত দেখে ততই অবাক হয়ে যায়! নিতাইয়ের পালিয়ে যাবার কথাও সে অনুমান করে নিতে পারে এক নিমেষে। বসন মারা যায় নিতাইয়ের কোলে মাথা রেখে। এই মৃত্যুর পরে ঝুমুরদল যখন দেশের পথ ধরে নিতাই তখন কাশী গেল। মাসখানেক কাশীতে কাটিয়ে আপন দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। ফিরে রাজনের মুখ থেকে শুনতে পায় ঠাকুরঝি শেষটাই পাগল হয়ে মরেছে। নিতাই এবার কেঁদে গলা ছেড়ে গাইলো —

‘এই খেদ আমার মনে —
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবন!
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?’

চরিত্রায়ণ : হেনরি জেম্‌স, তাঁর ‘Art of Fiction’ বইতে বলেছেন - ‘What is character but the determination of incident, what is incident but the illustration of character.’ চরিত্রায়ণের এই আলোচনায় তারাশঙ্করের গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসের কয়েকটি দিক বা অভিমুখ আমরা খুঁজে পাই। ‘আমার কালের কথা’-য় তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃত আকারে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে জানা যায়, অভিজাত মানুষের মনে অনভিজাত ও নিম্নবর্ণের মানুষ সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা, তাতে লেখকের স্পর্শকাতর মন ছিল আহত ও বিক্ষুব্ধ। বস্তুত এই উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্র ও ঘটনা লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। দেশসেবার কাজে ও গ্রামে বসবাসের সূত্রে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ হয়েছে তারাশঙ্কর পরবর্তীকালে সাহিত্যজীবনে তাদের কথা কোথাও স্বনামে কোথাও স্বরূপে উপস্থিত করেছেন। লেখকের কথায় জানা যায়, -

> “মাঠে মাঠে ঘুরি। রেলের লাইন ধরে নদীর ধার। ...এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, নজরে পড়ে— গাছতলায় বসে কী গাছের উপর চেপে কেউ গান ধরে দিয়েছে। সেইখানেই একদিন দেখেছিলাম আমার কবির নায়ককে। গাছগুলিকে মুগ্ধ রসিক শ্রোতা ধরে নিয়ে সে বাঁ হাত গালে দিয়ে— ডান হাতখানি নেড়ে নেড়ে আপনমনেই কবিগান শোনাচ্ছিল। ...বসনের সঙ্গে দেখা হত, কুসুমের সঙ্গে দেখা হত, আজও বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে দেখা হয়, তারা পথেই ঘটি নামিয়ে প্রণাম করে প্রশ্ন করে— কবে এলেন...।”[২]

এই মানুষগুলির সঙ্গে অজান্তেই তাঁর একটি সরল নিষ্কণ্টক সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বেলার দিকে তারা যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাথায় দুধের স্বর্ণাভ কলস নিয়ে যাতায়াত করে তখন মনে হয় একটি চলন্ত স্বর্ণবিন্দু যেন দূর থেকে কাছে বা কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। উপন্যাসে যে প্রতিমাকল্প ঠাকুরঝিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের রাজা, বসন, ঠাকুঝি এমনকি দ্বিজপদ উপন্যাসে হয়েছে যিনি বিপ্রপদ—তাদের বিস্তৃতকথা আমরা শুনতে পায়। এমন কথা তিনি নিজেও বলেছেন —

> “আমার কবি উপন্যাসের বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই...নিতাই বাউড়ি, সতীশ ডোম এরা এসে মাটিতে উপু হয়ে বসে গল্প করে গল্প শোনে।”[৩]

মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোর সূত্রেই ‘কবি’র নায়কের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলেছেন একদিন তারা-মায়ের ডাঙায় গাছতলায় বসে আছেন সেখানে হঠাৎ কানে এসে পৌঁছায় কবিগানের সুর...এখানে এইভাবেই আবিষ্কার করেছিলেন কবির নায়ককে। এই নিতাই সম্পর্কে আরও আনেক কথা আছে তাঁর আভিজ্ঞতায়, ‘কবি গল্পটির আরম্ভ নিতাইকে নিয়ে। নিতাই চরিত্রটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটি সত্যিকারের মানুষের ছায়া নিয়ে তৈরি। আমাদের গ্রামের সতীশ ডোম ছিল এই ধরনের পাগলাটে কবিযশঃপ্রার্থী মানুষ।' সুতরাং উপন্যাসের ডিসকোর্সে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের ছায়া পড়েছে। শুধু এই উপন্যাসেই নয় তাঁর সমস্ত গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি যেন সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দর্পণ হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসে প্রান্তিক জনজাতি- ডোম, বাগ্‌দি, বাউরি, কাহার, বেদে, সাঁওতাল প্রভৃতি শ্রেণির অসংখ্য মানুষ স্থান পেয়েছে। হীনকুলে জন্ম হওয়ার কারণে 'কবি' (১৯৪১) উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল যে কারণে আহত হয়, ঠিক একই কারণে 'সন্দীপন পাঠশালা'-র (১৯৪৫) সীতারামও ভুক্তভোগী। নিতাইয়ের মতো তারও 'হয়ে ওঠা'র লড়াইতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার সেই বর্ণসংযোগ সূত্রটি। নীচকুলে জন্ম হওয়ায় যে কারণে নিতাই কবিয়াল 'কবি' (১৯৪১) উপন্যাসে বারবার লাঞ্ছিত হয়। শিল্পী যে সকল জাতপাতের ঊর্ধ্বে সে কথা বিপ্রপদের মতো মানুষেরা জানে না। নিতাই জন্মগত সূত্রেই নীচকুলের, তাই তার সম্পর্কে বলা হয় 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'। প্রকৃতপক্ষে ডোম বলতে যা বোঝায় নিতাইয়ের বংশ তা নয়; তারা বাংলাদেশের বিখ্যাত লাঠিয়াল; 'খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙারের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র— নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিনপেশী, দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত।' এতৎসত্ত্বেও নিতাই কিন্তু নিজেকে শিল্পী সমাজের একজন বলে মনে করে; এমনকি উচ্চ ও অভিজাত রুচির সঙ্গে সে জীবনযাপন করতে চায়। যদিও তার মেনে চলা আদর্শ সর্বত্র রক্ষিত হয় না,কবিগানের আসরে তীব্র আক্রমণের প্রতিবাদ আসরে তাই বারবার প্রকাশ হয়ে যায় জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অশ্লীলতার আদিরূপ। নিতাইয়ের এই হয়ে ওঠার একটি ইতিহাস উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তার আসক্তি অন্যরূপ। তার মামাতো মাসতুতো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করে বলে 'পণ্ডিতমশাই'। নিতাই বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করে মুখে দেয়...। এই ধরনের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ স্বীকার করে সে এগিয়ে চলে একলা পথিকের মতো। নিতাই পদধূলি নিতে গেলে বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে তাকে আশীর্বাদ করে,'ভব কপি, মহাকপি দগ্ধানন সলাঙ্গুল। নিতাইও ভদ্রসমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়লে ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই 'ল'-কারকে 'ন'-কার করে উচ্চারণ করে। 'লোহা'কে বলে 'নোয়া', 'লুচি'কে বলে 'নুচি', 'লঙ্কা'—'নঙ্কা', 'লোক'—'নোক' হয়ে ওঠে তার কথোপকথনে। এই পর্বান্তর সমাজের স্বীকৃত একটি পর্যায়কে নির্দিষ্ট করে দেয় এইভাবেই। এইভাবে বর্ণগত কারণে বিশ শতকের প্রথমার্ধের রাঢ়দেশের নিম্নবর্গের মানুষগুলিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা থেকে তৈরি হয়ে যায় চরিত্রায়ণের এক রকমের প্যাটার্ন।

নারী চরিত্র চিত্রণে তারাশঙ্কর ছিলেন বিশেষভাবে তৎপর। ঝুমুর দলের মেয়েরা কিংবা বসনের কথাপ্রসঙ্গে লেখক এই উপন্যাসে উল্লেখ করেন ঝুমুর দলের মেয়েরা আসে 'সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে।' যৌবনকালে এই মেয়েদের মূল্য থাকলেও মৃত্যুর পর তাদের কেমন অবস্থা হয়, তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বসনের মৃত্যুর মাধ্যমে। শবদাহকালে সাহায্য করার ব্যাপারে এগিয়ে আসে কিন্তু মেয়েরাই। পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করে না 'এ ক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া' ওঠে। নারী ও পুরুষের বা পুরুষতন্ত্রের তফাত, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ প্রভৃতি সূত্র দেখিয়ে লেখক যেন গ্রাম্য কৌমজীবনের ভেতরে স্থিত সেই ভেদাভেদগুলিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

মৃত্যুচেতনা ও দার্শনিক উপলব্ধি - ঝুমুরদলের মেয়ে বসনের মৃত্যুর পর মাসী তার দেহ থেকে নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনী শেষ সম্বলটুকু অর্থাৎ 'কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাকছাবি, হাতে দুই গাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তের গলায় ছিল একছড়া হালকা বিছাহার' খুলে নেয়। ললিতা ও নির্মলা এই দেখে তাদের ভবিষ্যতের দিনটি যেন সম্মুখে দেখতে পায়। দীর্ঘ পরিশ্রমক্লান্ত নিতাই ভাবতে শুরু করে, 'মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়। ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্ম বিচার করেন, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসনের সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায়? তাহা সে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল। কারণ বসন যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে যাবে। মরণ অদ্ভুত!' বসন যেদিন মারা যায় সেদিন দলে মধ্যে বসনের স্থান কে দখল করবে সেই নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। দলে যে বসন নামের কেউ ছিল তার একদিনের ব্যবধানে সমস্ত কিছু মুছে যায়। নির্জন গঙ্গার পারে একাকি নিতাই অনুভব করে মৃত্যুর বিচিত্র কথা। এতকাল পাড়া ঘরে অনেক মৃত্যু দেখেছে খুব সামনে থেকে কিন্তু বসনের ক্ষেত্রে তার নিজের কোলের উপর এক মানুষকে মরতে দেখে এই প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায় সে। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে মৃত্যুর অতল রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা।

জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যাকে দার্শনিকেরা বলেন জীবনদর্শন, সাধারণ মানুষ যাকে বলে জীবনদৃষ্টি—এই দেখাটা সকলেরই থাকে। কিন্তু যাঁরা গভীরভাবে ভাবতে পারেন, তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে পারেন; তাঁদের দেখবার ভঙ্গিটা আমাদের থেকে কিছুটা হলেও পৃথক তা সহজেই বোঝা যায়। কবি উপন্যাসে দেহোপজীবিনী রূপোপজীবনী নারী বসনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্কর আমাদের এক কঠিন সত্যের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বসন্তকে সে নতুন সাজে নতুন রূপে দেখতে পায়। এই মুহূর্তে নিতাইয়ের মনে গানের কয়েকটি কলি ভেসে আসে—

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালোবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—"

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?' এই গান যেদিন নিতাইয়ের মনে এসেছে এবং বসনকে শুনিয়েছে সেইদিন থেকেই বসনের মনে বাসা বাঁধে মৃত্যুর কড়াল গ্রাসের ভীতি।

'এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?'

এই গান শুনেই বসনের মনে হয়েছে, জীবনে যা পাওয়া যায় না— মরণে কি তাই মেলে? 'জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তাই মরণে?'

নিতাইয়ের আরও প্রশ্ন 'মেটে? তাই মেটে? বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে- সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ জীবনে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে— পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের ও জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয়া ওঠে ওপারে— সে জগতে? ওঠে ওঠে?

'এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনে কান্না যত— হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়? জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?'

গানগুলি সম্পর্কে মোহিতলাল বলেছিলেন, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"এই গানগুলিই কবি-র প্রাণশক্তি।"[৪]

তারাশঙ্কর বলেছেন, 'আমি সে সময় নিতাইয়ের মতোই ভাবতে পেরেছিলাম। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।' — এই লাইনের সঙ্গে আমি অনেক লাইন বেঁধেছি। 'কালো চোখের তারায় তবে আলো এমন হাসে ক্যানে?' 'কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা কাঁদে ক্যানে?' এই গানের মধ্যে দিয়েই একটি দার্শনিক উপলব্ধির জগতে আমরা খুব সহজেই পৌঁছে যেতে পারি— যেখানে মৃত্যুভাবনা, জীবনভাবনা, যাপনের বহুবিধ মাত্রা, এমনকি দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জীবন অভিজ্ঞতার চিত্র পরিস্ফুট হয়ে যায়।

কবি উপন্যাসে কবিগান ও ঝুমুর - প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য 'কবি'র কথা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "কবি'র আখ্যানে ঝুমুর দলের কাঠামো হয়ে ওঠে তারাশঙ্করের দেখনো রাঢ়ের কৌমকাঠামোর অনুরূপ। হয়তো বা অণুবিশ্ব।"[৫]

সুতরাং তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে কবিগান শুধু অবসর বিনোদনের জন্যে প্রযুক্ত করেননি; সেখানে কাজ করেছে এক বিশেষ প্রবণতা। উপন্যাসের আখ্যানের বয়ানকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে এই কবিগানগুলি। আখ্যানে প্রত্নপ্রতিমার নির্মাণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে উক্ত গানগুলি। শুরুতেই যে গানের কথা আসে তা হল কবিগান। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে নগর ও গ্রামবাংলায় যে সমস্ত মনোরঞ্জনকারী গীতিসাহিত্যের প্রচলন হয় তা সাধারণভাবে কবিগান নামে পরিচিত। এই কবিগান বাঙালির এক সময়ে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী ছিল। এসম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন আনন্দচন্দ্র মিশ্র, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ। অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় 'কবিগান' একটি স্থান করে নিয়েছিল। তবে এর উৎস সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। নিছক 'আনন্দের উত্তেজনা'-র যোগান দিতে গিয়ে কবিগানের মধ্যে নানা রকমের আবিলতা প্রবেশ করেছিল। অনেকেই স্থূল রসিকতা ও অশ্লীলতাকে প্রশয় দিতেন বলে কবিগান অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছিল। ফলে কবিগানের শ্রোতারা উচ্চস্তরের বিষয়ের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেতে শুরু করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাইকে এমন একজন কবিওয়ালা হিসেবে উপস্থিত করেছেন। নিতাইয়ের জন্ম যেকুলেই হোক না কেন কবিত্ব তার রক্তে মিশে গিয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে। আসলে কবিগানের মধ্যে দিয়ে লেখক এই অবহেলিত সম্প্রদায়ের অবদমিত স্বরকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বাবুদের মধ্যে একজন বলে, 'কি অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A Poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই!' ভুতনাথ বলে, '—লে রে বেটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবশ্যা হোক। কাক—কাকই সই!' নিতাইয়ের খারাপ লেগেছিল ভীষণ যখন তাকে 'গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া' বলে অপমান করতে শুরু করে তখন। সে এবার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে [লেখক এখানে অঙ্গি ভঙ্গি গুলির ব্যাখ্যা করেছেন বিস্তৃত] জবাব দিতে শুরু করলে সকলেই হতবাক হয়ে যায়। নিতাই কবিয়ালের নিজেকে মেলে ধরার এই পরমক্ষণটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি মহাদেবের দোয়ার নানান শ্লীল-অশ্লীল গালি-গালাজে নিতাইকে বিপর্যস্ত (আস্তাকুড়ের এঁটোপাতা— স্বগ্‌গে যাবার আশা— গো!/ ফরাৎ করে উড়ল পাতা— স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!) করতে চাইলেও নিতাই কিন্তু খুব 'শান্তভাবে ছড়া কেটে উত্তর দেয় এইভাবে —

'ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য।।
তোমার হয়েছে ভীমরতি—আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব— কোনই ভয় করি না মনে।।'

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এইভাবে নিতাই কবিয়ালের কবিগান প্রতিবাদের ধরালো আস্ত্র হয়ে ওঠে ও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় সে বিখ্যাত হয়ে ওঠে এই গানকে কেন্দ্র করেই।

ঝুমুর - ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যভারত, গুজরাটের সীমান্ত পর্যন্ত যে আদিবাসীরা বাস করতো তাদের মধ্যে এই সংগীত প্রচলিত ছিল একসময়। এককালে আদিবাসীদের মধ্যেই এই গান সীমাবদ্ধ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। তবে ভৌগোলিক সুবিধার কারণে সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জেলার আদিবাসীদের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিল বেশি। এগুলি ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি। এদের মধ্যে বৈষ্ণব পদবলীর অনুরূপ ভণিতা বা কবির নাম পাওয়া যায়। লোকসংগীত হবার কারণেই একটি অঞ্চলের লৌকিক রসচেতনার উপর ভিত্তি করেই এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। কবিগান যে বিষয়বস্তু নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, বাংলাদেশে ঝুমুরগানের যাত্রা শুরু একইভাবে। তবে কবিগান শুধুমাত্র একটি বিশেষ ব্যবসায়ী কবিওয়ালার গানে সীমাবদ্ধ ছিল বলে লোকসংগীতের পর্যায়ভূক্ত হতে পারেনি; কিন্তু ঝুমুর গান নিরক্ষর সমাজের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে লোকসঙ্গীতের স্তরে নেমে এসেছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাঁওতালি ঝুমুর গানের লৌকিক প্রেম যে কীভাবে বাংলাদেশের সীমায় প্রবেশ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে স্বর্গীয়তা লাভ করেছে সে কথা বলা মুশকিল।[৬]

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, কবিগান ও ঝুমুর দলকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের যে গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে তা অসাধারণ। একদা প্রচলিত গ্রাম্য লোকসংস্কৃতির উপর ভর করে নিতায়ের যে হয়ে ওঠার কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। এখানে নিতাইয়ের কবিসত্তা ফুটে উঠেছে বা তার হয়ে ওঠার লড়াইতে প্রধান মাধ্যম হয়েছে বাংলাদেশে একদা প্রচলিত 'কবিগান'। শুধু কবিগান নয়, ঝুমুর দলে যোগ দিয়ে 'খেমটা'-র কথাও জানা যায় 'খেউর কবির দলের অপরিহার্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউর না জানিকে [জানিলে] এ দলে গাওনা অধিকারই হয় না। মাসী বলে— কত বড় বড় মুনি-ঋষি কামশাস্ত্রে হার মানিয়া—শেষ তাহাদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। তাহা হইলে খেউর ছোট জিনিস কিসে?' এমনকি নিতাই 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' (পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া) রচনা করলে ঝুমুর দলের সকলেই অবাক হয়ে ভাবে 'পরিচিত কবিয়ালেরা কবিগান করে, ছড়া কাটে, দুই-চারিটা গানও লেখে, কিন্তু এমন ভাবে ধর্মকথা লইয়া কেহ পাঁচালী রচনা করে না।' এছাড়া বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের নাম যেমন—দাশুরায়ের পাঁচালী, টপ্পা'র কথা জানা যায়, 'টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাল লাগে।' 'কবি' উপন্যাসের আখ্যানে তারাশঙ্কর বিভিন্ন লোক-উপাদানগুলিকে শুধু বহিরঙ্গের আভরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন— এ'কথা মনে করলে ভুল হবে। বরং লোক উপাদান ও লোক-প্রতিমার প্রযুক্তিতে লেখকের পর্যবেক্ষণের আগ্রহটিকে প্রসঙ্গক্রমে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই উপন্যাসের কবিতা বা গান অংশ সমগ্র গদ্য আখ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'ভালবেসে মিটিল না আশ—কুলাল না এ জীবন।/ হায় জীবন এত ছোট কেনে? এ ভুবনে?' গানটি বার বার ফিরে এসেছে। বসনের স্বল্প জীবনের বা তার সঙ্গে নিতাইয়ের স্বল্প সান্নিদ্ধে এই প্রশ্ন আমাদের ও ভাবিত করে। আখ্যানে সৃষ্ট গানগুলি তখন আর শুধু গান বা কবিতা থাকে না; হয়ে ওঠে বৃন্দাবন সমতুল আন্য কোনো ভুবন। খুব সচেতন মনের সৃষ্টি এই নিভৃত দেশ। সেখানে ঠাকুরঝির মতো চরিত্রের বর্ণনায় থাকে 'বেতসলতাসুলভ একটা নমনীয়তা'র কথা, দেহের বর্ণনায় আসে 'ভুঁইচাপার সবুজ ডাঁটা' 'কচিকলাপাতা'র মতো নমনীয় ও মনোরম তুলনা। ঠাকুরঝির সমান্তরালে কল্পনা আসে 'ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল! ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া ওঠে।' পদাবলির রাধা-কৃষ্ণের প্রেম পরকীয়া। এখানেও যেন তার ইঙ্গিত আছে। তাই নিতাইয়ের উপলব্ধি 'চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?' বসনের সঙ্গে রাধার নৈকট্য দেখানো হয় ভীষণ কৌশলে। তাই তো বসনের মুখে গান 'তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,/ জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।' কৃষ্ণকথায় যে কদম গাছের কথা থাকে এখানেও তেমনি থাকে রেললাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। নিতাইয়ের উপলব্ধি : 'আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।/ তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে।' এই চির সত্যকথাই তো বহন করে চলেছে পদাবলির আখ্যানবিশ্ব। প্রত্নপ্রতিমার ধারক বাহক সাধারণ মানুষের মন যেখানে নিতাই-ঠাকুরঝি-বসন চরিত্রের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের প্রতীকে এক নবপ্রতিমা নির্মিত হয়। 'কবি' উপন্যাস সেই প্রত্ন-প্রতিমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই উপন্যাসের একদিকে বাস্তবের অতিপরিচিত চরিত্র স্থান করে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 52
Website: https://tirj.org.in, Page No. 476 - 484
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়েছে, অন্যদিকে কবিগানের মধ্যে দিয়ে এক দার্শনিক উপলব্ধি ও গানের চেতনালোকের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ জগতের সন্ধান— এই ছিল তারাশঙ্করের উপস্থাপিত প্রকল্প।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭, পৃ. ১৬
২. ঐ, পৃ. ২৩
৩. ঐ, পৃ. ২০১
৪. ঐ, পৃ. ২০৭
[তারাশঙ্কর আরও যুক্ত করেছেন— 'কবি-র গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়। ওগুলি সবই আমি রচনা করেছি। কীভাবে করেছি বলতে পারি না। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো ক্যানে।']
৫. ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন, তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১, পৃ. ১৬
৬. রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়াও নানান পৌরাণিক প্রসঙ্গ ঝুমুরগানের বিষয় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে বিষয় অনুসারে নামকরণ হয়ে থাকে। অধিকাংশ ঝুমুরগানের সঙ্গে নৃত্য যুক্ত থাকে। 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর সে দলটির কথা বলেছেন তাদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ঝুমুরগানের মধ্যে ক্রমশ নানান বৈচিত্র উপস্থিত হয়েছে। ধীরে ধীরে মেলায় পালাগানের আকারে উপস্থাপন শুরু হয় উনিশ শতকের শুরু দিক থেকে। তখন থেকেই দেহোপজীবিনী মেয়েদের নিজেকে প্রদর্শনের একটি বড় উপায় হয়ে দাঁড়ায়। নাচনী ও রসিক দু'জনে মিলে নৃত্যসহযোগে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে গান গেয়ে দর্শকদের ও খরিদ্দারদের মনোরঞ্জন করে। তারাশঙ্কর কবি উপন্যাসে এমনই একটি দলের বর্ণনা দিয়েছেন বিস্তৃত।

Bibliography:

গুপ্ত ক্ষেত্র, তারাশঙ্কর অনুসন্ধান ৯৮, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮
ঘোষ বিনয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, কলকাতা, অরুণা, ১৪০৬
চক্রবর্তী নিরঞ্জন, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলকাতা-৭, ১৮৮০ শকাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (৬ষ্ঠ), কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ
বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪০৮
বসু নিতাই, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, কলকাতা, দে'জ, ১৯৯৮
ভট্টাচার্য প্রদ্যুম্ন, তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১
ভট্টাচার্য জগদীশ, ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর, কলকাতা, ভারবি, ২০০৮
মজুমদার অভিজিৎ, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, কলকাতা, দে'জ, ২০০৭
মল্লিক সমরেন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, প্রতিভাস, ২০০৭
রায় অলোক, কালান্তরের কথাকার তারাশঙ্কর, কলকাতা, অক্ষর, ২০০৯